দৈনিক বাংলা

53

তারিখ 20 MAY 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

শিক্ষা ও পরিসংখ্যান ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র ঢাকা

দৈনিক বাংলা

ঢাকাঃ শনিবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬ঃ ২০শে মে, ১৯৮৯

পরিবেশ সমীক্ষা সংস্থা

আন্তর্জাতিক পরিবেশ সমীক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট-এর উদ্বোধন আমাদের জাতীয় জীবনে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী ভাষণে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য খুবই সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই যে, আমাদের তাবৎ উন্নয়ন উদ্যোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগে বারবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে আসছে, এই বিপর্যয়ের মূল কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিনষ্টি ও পরিবর্তন।

পরিবেশ বিনষ্টি আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ অদতে কোনো জাতীয় সমস্যা নয়, এমনিতেই আজ গোটা বিশ্ব এই সমস্যা উদ্ভূত হুমকীর সম্মুখীন। অন্যদিকে একটি দেশ বা জাতির সমস্যা যেমন অন্য দেশের সঙ্গে জড়িত থাকে তেমনি এক বা একাধিক দেশকে সরাসরি স্পর্শ করে যায়।

বাংলাদেশে এই আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের বিশেষ সুযোগও রয়েছে, আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান, নদ-নদীর চারিত্র্য, আবহাওয়া আর পরিবর্তনশীল উপকূল ভাগ পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণার আদর্শ পরিবেশ তৈরী করে রেখেছে। এই ইনস্টিটিউটের কাজের মাধ্যমে তাই আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সমাজ প্রভূত লাভবান হবেন। কার্যত যা বিশ্ব মানবের কল্যাণকেই নিশ্চিত করবে। প্রেসিডেন্ট এরশাদও অনুরূপ একটি সম্ভাবনাকে সামনে এনেছেন, প্রেসিডেন্ট বলেন এই সব উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা উন্নয়নের জন্যে তেমন প্রযুক্তির সন্ধান করছি যা প্রতিবেশের জন্যে নিরাপদ।

উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ এই ইনস্টিটিউটটি স্থাপনকে পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে এক মাইলফলক বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত বিশ্বের এ অঞ্চলে এই প্রথম এ ধরনের একটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ তার অভিজ্ঞতা আর পরিস্থিতির তাগিদে আজ যে উদ্যোগ নিয়েছে তার সফল বাস্তবায়ন বিশ্বের এ অঞ্চল এবং গোটা মানবজাতির কল্যাণের পথ রচনা করবে,

আন্তর্জাতিক পরিবেশ সমীক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এরই মাঝে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবদুস সালামের মত ব্যক্তিত্বের সহযোগিতা লাভ করছে। সঙ্গতভাবেই আশা করা যায়, এই সংস্থা বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অকুণ্ঠ সহযোগিতা সমর্থন পাবে।